শ্রদ্ধেয় দিলীপদা প্রসঙ্গে দু'চার কথা

অঞ্জন মজুমদার

কৃষ্ণনগর পোষ্ট অফিস মোড়ে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র পথসভা হচ্ছে। আমরা বক্তব্য শুনছি - সেইসময় গণশিল্পী বিদ্যুৎ বাবু আমাকে বললেন, 'আপনাকে ও মহিমকে দিলীপবাবু সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে।'

লিখতে বসে দিলীপদার হাসিহাসি মুখটা সর্বদাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ১৯৬৭ সালে 'বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'-তে পড়ার সময় কলেজ নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা দিলীপদার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিক দিলীপদার সঙ্গে আমার পরিচয়।

সি পি আই (এম এল) পার্টি তখন গোপনভাবে কাজকর্ম করতো। এরকম একদিন লোকাল কমিটির গোপন সভায় দিলীপদা ভারতবর্ষে বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা আমাদের বিপ্লবী হতে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পার্টিতে অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন চরমে তখন দিলীপদাকে দেখেছি, তাঁর পুরানো বন্ধুবান্ধব ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পার্টি যাতে অর্থসংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

১৯৬৯-৭০ সালের উত্তাল গণআন্দোলনে সরকার যখন দিশেহারা, বিপ্লবীদের হন্যে হয়ে খুঁজছে - যে ধরা পড়ছে বা বিপ্লবীদের সাহায্যকারী যারা ধরা পড়ছে, তাদের ওপর চরম অত্যাচার করা হচ্ছে - সেই সময় দিলীপদা বিপ্লবীদের গোপনে থাকার ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ধরা প'ড়ে পুলিশের হাতে নৃশংসভাবে অত্যাচারিত হয়ে যখন জেলে যাই, তখন আমার মনের মধ্যে এক হতোদ্যম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষ্ণনগর জেলের ৬ নং ঘরে সন্ধ্যাবেলায় যখন সবাই মিলিতভাবে দিলীপদার রচিত 'নভেম্বরের ডাক শোনো' বা 'ও নকশাল, নকশাল নকশালবাড়ির মা' গানগুলো গাইতাম, সেগুলো আমাদের মানসিক দৃঢ়তা ফিরে পেতে ও উদ্দীপনা তৈরী করতে সাহায্য করতো।

দীর্ঘ কারাবাসের পর বাইরে বেরিয়ে আমরা যখন বন্যাত্রাণ, পোষ্টার প্রদর্শনী, শহীদ স্মৃতি কমিটি, বন্দীমুক্তি কমিটি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি ইত্যাদি নানারকম সামাজিক কাজে যুক্ত হলাম, তখন পেশায় শিক্ষক দিলীপদা সবসময় আমাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন - কখনো পোষ্টার লিখে, কখনো

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ছবি এঁকে, কখনো লিফলেট লিখে, কখনো বা সুমধুর গান গেয়ে কিম্বা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে।

পঞ্চাশোর্ধ আমরা সবাই যখন হাতারপাড়ার মোড়ে সুনীল সন্ন্যাসীর দোকানে গল্পগুজব করতাম, দিলীপদা ছিলেন নিত্যসঙ্গী। চির রসিক দিলীপদা প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে রসিকতা করতেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একদিন দিলীপদা বললেন, "এখনকার কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী বাহিনীরা আর আত্মত্যাগের বাহিনী নয়, তারা 'কামিয়ে নিস'-এর বাহিনী।"

দিলীপদা আমাকে একদিন বলেছিলেন, "জানিস কেবু, আমার মধ্যে সুশীলদা ও নাদুদার প্রভাব ভীষণভাবে পড়েছিল।" সুশীলদাকে আমি চাক্ষুষ দেখলেও বয়সের ভীষণ ফারাকের জন্য মেলামেশার সুযোগ হয়ে ওঠে নি। নাদুদা বা শোভেন চ্যাটার্জীকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি এবং ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব, প্রতিবাদী চরিত্র এবং বিপদের বন্ধু আজকের দিনে অত্যন্ত বিরল। তাঁর প্রভাব ছিল বলেই দিলীপদা নিজেও হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ এবং তিনি অন্যের বিপদে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

দিলীপদার সঙ্গে কখনো যে মতান্তর বা মনান্তর হয় নি, তা নয়। কিন্তু অচিরেই আবার সে সব ভুলে গিয়ে এক সঙ্গে পথ চলেছি।

শেষজীবনে দিলীপদা হাঁপানি ও অন্যান্য কঠিন রোগের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। একবার প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় দেখা হলে রসিকতা করে বলেছিলেন, "নেহাৎ পি ডব্লিউ ডি-র রাস্তাটা খুব ভাঙাচোরা, তাই আমার গাড়িটা বারবার আটকে যাচ্ছে, তা না হলে কবেই চলে যেতাম!" নিজের মৃত্যু নিয়ে এমন রসিকতা কজনই বা করতে পারে! কৃষ্ণনাগরিকদের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা রসিকতা-প্রবণ। রণাদা (রণজিৎ মৈত্র) ও দিলীপদার মধ্যে দিয়েই আমাদের সেই রসোপলব্ধি ঘটতো।

পরিশেষে, গণআন্দোলনের কর্মী দিলীপদা, গণনাট্যের কর্মী দিলীপদা, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ দিলীপদা, রসিক দিলীপদা, লেখক দিলীপদা, সর্বোপরি গায়ক ও রাজনীতিবিদ দিলীপদাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার দেখা দিলীপদা সম্পর্কে লেখা শেষ করছি।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।